ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

তৈরি পোশাক খাত:
সুশাসনের সমস্যা ও উত্তরণের উপায়

সার-সংক্ষেপ

৩১ অক্টোবর ২০১৩

তৈরি পোশাক খাতঃ সুশাসনের সমস্যা ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা
অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
চেয়ার,ট্রাস্টি বোর্ড,ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক,ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. সুমাইয়া খায়ের
উপ-নির্বাহী পরিচালক,ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগ, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
ড. সাদিদ আহমেদ নূরেমাওলা, *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি (সাবেক)*
শরীফ আহমদ চৌধুরী, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
নাজমুল হুদা মিনা, *অ্যাসিসটেন্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

গবেষণা পর্যালোচনা ও কৃতজ্ঞতা
প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করে মূল্যবান মতামত, পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার শাহজাদা এম আকরাম ও মো: ওয়াহিদ আলম, এবং তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতা করেছেন গবেষণা শিক্ষানবিশ ইসরাত জাহান, নীনা সামসুন নাহার, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ও ফারহানা রহমান, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগ। এছাড়া টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তারা মতামত দিয়ে প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের সকলের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
বাসা # ১৪১, রোড # ১২, ব্লক # ই
বনানী, ঢাকা ১২১৩
ফোন: ৮৮-০২-৮৮২৬০৩৬, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯৮৮৪৮১১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-banglad+esh.org

তৈরি পোশাক খাত: সুশাসনের সমস্যা ও উত্তরণের উপায়

সার-সংক্ষেপ[১]

১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তৈরি পোশাক খাতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী এ খাত হতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে মোট দেশজ রপ্তানির ৭৯.৬৩% অর্জিত হয়, জিডিপিতে এ খাতের অবদান প্রায় ১০% যা সম্পূরক শিল্প মিলে প্রায় ১৪-১৫%। দেশের মোট কর্মশক্তির দুই-তৃতীয়াংশ শ্রমিক (প্রায় ৪০ লাখ) এ খাতে কর্মরত, যার প্রায় ৮৫% নারী। খাতটিকে প্রাতিষ্ঠানিক খাতে সবচেয়ে বড় কর্ম-সংস্থানকারী এবং দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড বলা হয়। তবে তৈরি পোশাক খাতের এ অর্থনৈতিক সাফল্য এ খাতের সামগ্রিক চিত্র প্রকাশ করে না। সরকার কর্তৃক বিভিন্ন আর্থিক প্রণোদনা ও সুবিধা প্রদান করা হলেও এ খাতের মূল চালিকাশক্তি শ্রমিকের অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়নি। কারখানার অনিরাপদ ও অস্বাস্থ্যকর কর্মাবস্থা এবং সোশ্যাল কমপ্লায়েন্সের ঘাটতি এ অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্থ করছে।

সাম্প্রতিক বিভিন্ন দুর্ঘটনা, সহস্রাধিক শ্রমিকের মৃত্যু ও পঙ্গুত্ব বরণ, শ্রমিক অসন্তোষ ও অস্থিরতা, বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতকে বিভিন্ন নেতিবাচক অবস্থা, যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক জিএসপি সুবিধা বাতিল, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কর্তৃক জিএসপি বাতিলের হুমকি অথবা সাধারণ ক্রেতাদের বাংলাদেশি পণ্য বর্জনের আন্দোলন ইত্যাদির সম্মুখীন করছে। এ অবস্থায় প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। তৈরি পোশাক খাতের চ্যালেঞ্জ, সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স এবং ভবিষ্যৎ অগ্রযাত্রা সম্পর্কে অনেক গবেষণা হলেও এ খাতের সুশাসন ও দুর্নীতি সম্পর্কে গবেষণার ঘাটতি রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় পরিচালিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে টিআইবি তৈরি পোশাক খাতের সুশাসন নিয়ে এ গবেষণা পরিচালনা করেছে।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা এবং তা দূরীকরণে সুপারিশ প্রদান করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে

১. তৈরি পোশাক খাতের সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি কাঠামো পর্যালোচনা করা
২. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা পর্যালোচনা করা
৩. তৈরি পোশাক খাতে প্রায়োগিক প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রকৃতি, ক্ষেত্র ও প্রভাব চিহ্নিত করা, এবং
৪. চিহ্নিত সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন করা।

গবেষণায় তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের বিভিন্ন নির্দেশকের (আইনের শাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, অংশগ্রহণ, সংবেদনশীলতা) ওপর ভিত্তি করে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন পর্যায়ে ক্ষমতার অপব্যবহার, শ্রমিকদের সংগঠন করার অধিকার ও কমপ্লায়েন্স বিষয়ক বিষয়াবলী এবং খাত সংশ্লিষ্ট আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পর্যালোচনা গবেষণার আওতাভুক্ত। তৈরি পোশাক খাতের সাথে জড়িত ১৭টি সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর, শ্রম পরিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, রাজউক, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং অংশীজন হিসেবে কারখানা মালিক ও মালিক সংগঠন (বিজিএমইএ), শ্রমিক সংগঠন (ট্রেড ইউনিয়ন) এবং বায়ার এ গবেষণায় আওতাভুক্ত।

১.৩ গবেষণা পদ্ধতি ও তথ্য সংগ্রহের সময়

এ গবেষণায় গুণগত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে চেক লিস্টের মাধ্যমে তৈরি পোশাক খাত-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সনদ, সংসদীয় স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদন, আদালতের রায়, বই, প্রবন্ধ, গবেষণা প্রতিবেদন, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত খবর ও প্রবন্ধ এবং ওয়েব সাইট ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। ২০১৩ সালের জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

---

[১] ৩১ অক্টোবর, ২০১৩ জাতীয় প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থাপিত গবেষণা প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ।

২. আইনি কাঠামো পর্যালোচনা

২.১ বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৩

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী তৈরি পোশাক খাত পরিচালিত হতো যা ২০১০ সালে সংশোধন করা হয়। সম্প্রতি তাজরিন ফ্যাশন অগ্নিকাণ্ড ও রানা প্লাজা ধসের কারণে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাপে বর্তমান সরকার শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় এ বছর ২২ জুলাই ২০১৩ আইনটি পুনরায় সংশোধন করে। সংশোধিত আইনে কিছু ইতিবাচক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হলেও এখনো বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ইতিবাচক দিকগুলো হচ্ছে গ্রুপ বিমা, কারখানায় স্থায়ী স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন ও সকল তৈরি পোশাক কারখানায় কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগে বাধ্যবাধকতা, প্রসূতি কল্যাণে বাধা দিলে মালিকের অর্থদণ্ড বৃদ্ধি, ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে আবেদনের কপি মালিককে দেওয়ার বিধান রহিত করা ইত্যাদি। অন্যদিকে বিদ্যমান আইনের সীমাবদ্ধতা হচ্ছে:

- তৈরি পোশাক খাতের জন্য কোনো বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়নি;
- কারখানা পরিদর্শকদের জবাবদিহিতার কোন বিধান উল্লেখ করা হয়নি;
- দুর্ঘটনার জন্য মালিকপক্ষের শাস্তি অপর্যাপ্ত। এছাড়া শ্রম আদালতের সদস্য নিয়োগে শ্রমিক ও মালিক প্রতিনিধি মনোনয়নে [ধারা ২১৪ (৬,৭,৯)] সরকারের একক কর্তৃত্ব থাকায় রাজনৈতিক দলীয়করণ এবং বিচারকার্যে পক্ষপাতিত্বের ঝুঁকি রয়েছে;
- দুর্ঘটনায় শ্রমিকের মৃত্যুজনিত কারণে ক্ষতিপূরণ বাবদ ১ লাখ, স্থায়ী পঙ্গুত্বে ১ লাখ ২৫ হাজার এবং কিশোর শ্রমিকের (১৪-১৮ বছর) জন্য দশ হাজার টাকা প্রদানের বিধান রয়েছে, যা অপর্যাপ্ত ও অমানবিক;
- "শ্রমিক"-এর সংজ্ঞায় "তদারকি কর্মকর্তা" যুক্ত করে শ্রমিকের ব্যাপ্তি বাড়িয়ে দেওয়া (ধারা ২) হয়েছে;
- শত ভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প খাতে- মোট মুনাফার ৫ শতাংশ প্রতিষ্ঠানের "সুবিধাভোগীদের" মধ্যে বণ্টন করার বিধান রহিত করে বিধি দ্বারা খাত ভিত্তিক তহবিল গঠনের কথা বলা হলেও বিধি প্রণয়ন করা হয়নি [ধারা ২৩২ (৩)];
- পাঁচ বছর অন্তর মজুরি বোর্ড গঠন করে মজুরি পুনঃ নির্ধারণ করার বিধান বর্তমান জীবনযাত্রার মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়;
- কারখানা স্থাপনের কত দিনের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করতে হবে তা সুনির্দিষ্ট নয়। ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে শ্রম মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম মহাপরিচালক "সন্তুষ্ট" হলে নিবন্ধন প্রদান করেন (ধারা ১৭৯), কিন্তু সন্তুষ্ট শব্দের কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা না থাকায় অনিয়ম ও ক্ষমতার অপব্যবহারের সম্ভাবনা রয়েছে। কারখানা পর্যায়ে মালিক-শ্রমিক সমন্বয়ে গঠিত 'অংশগ্রহণকারী কমিটি'কে আইনে গুরুত্বারোপের কারণে মালিক কর্তৃক ট্রেড ইউনিয়নের বিকল্প (বা প্রতিপক্ষ) হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার [ধারা ২০৫] প্রবণতা তৈরি হচ্ছে;
- ন্যুনতম ৩০% শ্রমিকের আবেদনের প্রেক্ষিতে ইউনিয়ন গঠনের বিধান [ধারা ১৭৯(২)] যা বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাস্তবসম্মত নয়, এবং যা একই সাথে আইএলও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ [Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention (3); Right to Organize and Collective Bargaining Convention (2, 3)] অনুযায়ী অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন করার স্বাধীনতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়;
- কর্মস্থলে পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল, আলো, পান করার পানি, স্যানিটেশন সুবিধা ইত্যাদির কথা বলা হলেও "পর্যাপ্ত" শব্দের সঠিক ব্যাখ্যার অনুপস্থিতি রয়েছে;
- শ্রমিক সরবরাহকারী "ঠিকাদার সংস্থা রেজিস্ট্রেশন" সন্নিবেশ [ধারা (৩ক)] করায় মধ্যস্বত্বভোগী একটি ব্যবসায়ী শ্রেণি তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে;
- ধর্মঘটে অংশগ্রহণের জন্য মজুরি কর্তন (ধারা ১২৬), অননুমোদিত অনুপস্থিতি (ধারা ১২৫) এবং 'অসদাচরণের' কারণে মালিক কর্তৃক ক্ষতিপূরণ ছাড়া শ্রমিক বরখাস্তের বিধান (ধারা ২৩) আইএলও কনভেনশন ২৯ ও ১০৫ (Forced Labor Convention; Abolition of Forced Labor Convention) লঙ্ঘন করে।

৩. তৈরি পোশাক খাতে জড়িত অংশীজনদের সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি

তৈরি পোশাক কারখানা স্থাপনে সরকারের ১৭টি প্রতিষ্ঠান হতে বিভিন্ন ধরনের একাধিক সনদ গ্রহণ করতে হয়। সনদ বা তালিকা ভুক্তিতে এ সকল প্রতিষ্ঠানে সরকারি ফি'র অতিরিক্ত টাকা প্রদান করতে হয়। মুখ্য তথ্যদাতাদের হিসাব মতে একজন তৈরি পোশাক কারখানা মালিককে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানকে সার্বিকভাবে প্রায় ৭ থেকে ২০ লাখ টাকা অতিরিক্ত প্রদান করতে হয়। নিম্নে গবেষণা-ভুক্ত অংশীজনের অনিয়ম ও দুর্নীতি বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

৩.১ কারখানা মালিক

তৈরি পোশাক খাতে নিরাপদ কাজের পরিবেশ ও সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা এবং শ্রমিকের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ করা মালিক ও মালিক সংগঠনের প্রধান দায়িত্ব। মালিক কর্তৃক কারখানা পরিচালনায় বিভিন্ন পর্যায়ে অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির ধরন নীচে আলোচনা করা হল। মালিক কর্তৃক সংগঠিত বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

৩.১.১ টেকনিক্যাল কমপ্লায়েন্সের ক্ষেত্রে অনিয়ম

- ভবন নির্মাণ কোড এবং অগ্নি নিরাপত্তা কোড না মেনে ভবন তৈরি এবং অনেক ক্ষেত্রে কারখানা স্থাপনের অনুমোদন নেই এমন ভবনে কারখানা স্থাপন (যেমন আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবনে) করা হয়।
- অনেক ক্ষেত্রে বিকল্প সিঁড়ি ও মূল সিঁড়ি একই বা কাছাকাছি জায়গায় তৈরি করা হয় যা বিকল্প সিঁড়ির কার্যকারিতা লোপ করে এবং বিভিন্ন দুর্ঘটনা সৃষ্টির ঝুঁকি তৈরি করে, যেমন তাজরিন ফ্যাশনের দুর্ঘটনা।
- অনেক কারখানায় স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য যে কর্ম-পরিবেশ এবং কাঠামো থাকা দরকার তার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কারখানাগুলোতে সাধারণত অপর্যাপ্ত পরিসর, তুলা জাতীয় ধুলা ব্যবস্থাপনার অভাব ও নিয়ন আলোর তাপ শ্রমিকদের শারীরিক অসুস্থতার কারণ ঘটায়। এছাড়াও বিশ্রামাগার, বিশুদ্ধ খাবার পানি, পর্যাপ্ত টয়লেট, ক্যান্টিন এবং অনেক ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ফ্যানের অভাব, চলাচলের জায়গা ও বর্জ্য পরিশোধনাগারের অভাব/ অনুপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়।

৩.১.২ সোশ্যাল কমপ্লায়েন্সের ক্ষেত্রে অনিয়ম

- তথ্যদাতাদের মতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিয়োগপত্র শ্রমিকের হাতে দেওয়া হয় না ও মজুরি প্রদানের রশিদ দেওয়া হয় না; বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বায়ারদের দেখানোর জন্য অধিক মজুরি দেখিয়ে শ্রমিকদের নিয়োগপত্রে স্বাক্ষর নেওয়া হলেও মজুরি প্রদানের ক্ষেত্রে উল্লিখিত মজুরি দেওয়া হয় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শ্রমিকদের যে কোনো সময় বরখাস্ত করার সুবিধার্থে নিয়োগপত্র ও চাকরি হতে অব্যাহতিপত্রে একই সাথে স্বাক্ষর নিয়ে রাখা হয়।
- মজুরি নির্ধারণে মালিকদের নেতিবাচক মনোভাব লক্ষ্য করা যায়, বাংলাদেশে ন্যূনতম মজুরি (৩৭.৫ ডলার) [যা ভারত, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম ও চীনে যথাক্রমে ১১৮, ৮০, ১১৩ ও ২২৮ ডলার]।
- কিশোর শ্রমিকদের (১৪-১৮ বছর) ক্ষেত্রে ন্যূনতম মজুরি ও কর্ম ঘণ্টা (৫ ঘণ্টা) মেনে চলা হয় না। অনেক ক্ষেত্রে কারখানার নিজস্ব ডাক্তার দ্বারা ১০-১২ বছর বয়সের শিশুদের ১৪-১৮ বছর বয়স সীমার মধ্যে দেখিয়ে সনদ দেওয়ার মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হয়।
- প্রসবকালীন সুবিধা না দেওয়ার জন্য মালিকদের মধ্যে গর্ভবতী শ্রমিকদের চাকরি-চ্যুত করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে আইনগত সুবিধা দেওয়া হয় না।
- বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন ২০১৩ অনুযায়ী দৈনিক অতিরিক্ত দুই ঘণ্টা কাজ করার অনুমতি থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে অতিরিক্ত পাঁচ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করানো হয়, কিন্তু বায়ার নিরীক্ষণে অতিরিক্ত কর্ম-ঘণ্টার হিসাব লুকানো হয়। অতিরিক্ত কর্ম-ঘণ্টার মজুরি মাসিক বেতনের সাথে না দিয়ে দেরিতে দেওয়া হয় ও কম দেওয়া হয়।
- বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন ২০১৩ অনুযায়ী ন্যূনতম ১০০ জন শ্রমিক থাকলে কারখানায় গ্রুপ বিমা করা বাধ্যতামূলক হলেও অনেক কারখানায় শ্রমিকের গ্রুপ বিমা থাকে না।

৩.১.৩ শ্রমিক অধিকার সংরক্ষণ না করা

- মালিক ও স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষমতার নেটওয়ার্কের (ঝুট ব্যবসা, পরিবহণ ও খাদ্য সরবরাহের ঠিকাদারি) মাধ্যমে শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ করা হয়।
- মালিক কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে পুলিশ/ শিল্প পুলিশকে মালিকের স্বার্থে ও শ্রমিক আন্দোলন দমনে ব্যবহার করা হয়।
- ট্রেড ইউনিয়ন প্রশ্নে মালিকদের নেতিবাচক মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। মালিক কর্তৃক মামলা ও হয়রানির (চাকরি-চ্যুতি, কাজের চাপ বাড়িয়ে দেওয়া, মাস্তান কর্তৃক মারধর, ছুটি না দেওয়া ইত্যাদি) মাধ্যমে শ্রমিকদেরকে ট্রেড ইউনিয়ন করতে নিরুৎসাহিত করা হয় এবং শ্রম পরিদর্শক ও মালিকের সমঝোতায় ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন কার্যক্রম ব্যাহত করা হয়।
- মালিক কর্তৃক অংশগ্রহণকারী কমিটিকে ট্রেড ইউনিয়নের বিকল্প হিসেবে ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। উপরন্তু এ কমিটি বিধিসম্মতভাবে গঠিত হয় না এবং শ্রমিকদের কমিটির কার্যক্রম সম্পর্কে জানানো হয় না।
- কারখানা মালিক ও জাতীয় রাজনৈতিক নেতাদের সামাজিক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে পরিদর্শন কাজ ব্যাহত করা হয়।

৩.২ মালিক সংগঠন (বিজিএমইএ)

তৈরি পোশাক কারখানার মালিক সংগঠন বিজিএমইএ'র মূল ভূমিকা হচ্ছে সদস্য কারখানার মালিক ও শ্রমিকের স্বার্থ ও আইনানুগ অধিকার রক্ষা, নতুন বাজার সৃষ্টি ও বিদ্যমান বাজারে ব্যবসা বৃদ্ধির জন্য ব্যবসায়িক মিশন পরিচালনা ও সেমিনার-সিম্পোজিয়াম আয়োজন, সোশ্যাল ও টেকনিক্যাল কমপ্লায়েন্স এবং কল্যাণ নিশ্চিত করতে নিয়মিত কার্যক্রম গ্রহণ ইত্যাদি। মালিক সংগঠন কর্তৃক সংগঠিত বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

- বিজিএমইএ নিয়ন্ত্রণমূলক কর্তৃপক্ষ না হয়েও নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে, যেমন ইউডি ছাড়পত্র প্রদান। বিজিএমইএ'র অনুমোদন ছাড়া পোশাক রপ্তানি ও অন্যান্য সুবিধা পাওয়া যায় না।
- বিভিন্ন নীতিমালার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। নামসর্বস্ব আর্থিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয় যার স্বচ্ছতার ঘাটতি রয়েছে।
- বিজিএমইএ কর্তৃক নামসর্বস্ব অগ্নি-নিরাপত্তা ও কমপ্লায়েন্স সনদ প্রদান করা হলেও বাস্তবে দেখা যায় কারখানাগুলো কমপ্লায়েন্ট নয়, যেমন বিজিএমইএ স্বীকৃত ৩৪টি কারখানায় রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী টাস্কফোর্স কর্তৃক পুনঃনিরীক্ষণে কমপ্লায়েন্স পাওয়া যায়নি।
- দাতা কর্তৃক বিজিএমইএ'কে প্রদত্ত অর্থ ব্যয়ে অনিয়ম লক্ষ্য করা যায়, যেমন বিজিএমইএ কর্তৃক পরিচালিত ১২টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসা সেবা ও ওষুধ প্রদানে অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে।
- তাজরিন ফ্যাশন ও রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী সময়ে বায়ার কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ বণ্টনে অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া যায়।
- লেবার আরবিট্রেশন সেল শ্রমিক বান্ধব নয় এবং মধ্যস্থতায় বিজিএমইএ'র কোনো কোনো কর্মকর্তার মালিক পক্ষের কাছে থেকে আর্থিক সুবিধা গ্রহণের অভিযোগ রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিজিএমইএ'র পছন্দনীয় শ্রমিক নেতাদের আর্থিক সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে শ্রমিকদের দাবি অবদমিত করার চেষ্টা করা হয়।
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিজিএমইএ কর্তৃক অভিযুক্ত কারখানা মালিকদের বিচারের হাত থেকে রক্ষার চেষ্টা করা হয়। যেমন, তাজরিন ফ্যাশনের মালিককে বিজিএমইএ ভবনে আশ্রয় দেওয়া হয়।
- নীতি-নির্ধারণ পর্যায়ে বিজিএমইএ'র রাজনৈতিক প্রভাব রয়েছে। বর্তমান সংসদের সদস্যদের ১০% তৈরি পোশাক শিল্পে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত; পরোক্ষভাবে রাজনীতিকদের পরিবার ও নিকটাত্মীয়দের অনেকেই তৈরি পোশাক ব্যবসায় জড়িত। এসব সদস্যের অনেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে (বাণিজ্য, শ্রম ও কর্মসংস্থান, বস্ত্র ও পাট) সদস্য হওয়ার কারণে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ঝুঁকির সম্ভাবনা তৈরি হয়, এবং অনেক ইতিবাচক সংস্কারে বাধা/ দীর্ঘসূত্রতা সৃষ্টি হয়। উদাহরণ হিসেবে 'বস্ত্র ও পোশাক শিল্প বোর্ড বিল' আইনে পরিণত না করা, 'অ্যাপারেল বোর্ড' গঠন না করা, মালিকদের চাপে উৎস করের হার ১.২০% থেকে কমিয়ে ০.৮০% করা, আইন ও নীতি সংস্কারে বিজিএমইএ কর্তৃক লবিইস্টের মাধ্যমে প্রভাবিত করা, বাস্তবে রেশন ব্যবস্থা কার্যকর না থাকলেও সংসদীয় কমিটির প্রতিবেদনে রেশন ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হয়েছে বলে উল্লেখ করা ইত্যাদি উল্লেখ করা যায়।
- অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে বিজিএমইএ ভবন প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার চেষ্টা করা হচ্ছে। উচ্চ আদালত পাঁচটি কারণে বিজিএমইএ ভবনকে অবৈধ ঘোষণা ও ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেন।

৩.৩ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর

তৈরি পোশাক খাতে এ প্রতিষ্ঠান কারখানা রেজিস্ট্রেশন সনদপত্র প্রদান ও নবায়ন; কারখানা নির্মাণ, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের নকশা অনুমোদন; শ্রমিকদের নিয়োগ সংক্রান্ত শর্তাবলি, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি, শ্রম কল্যাণ, মজুরি পরিশোধ, কাজের সময় নির্ধারণ, ছুটি ইত্যাদি বিষয় পরিদর্শন; আইন অমান্যকারীর বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে মামলা রুজু ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে ভূমিকা পালন করে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরে বিদ্যমান সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি নিম্নরূপ:

- বিকাশমান শিল্পায়ন তদারকিতে পরিদপ্তরের অপর্যাপ্ত প্রশাসনিক কাঠামো, সক্ষমতার অভাব ও অপর্যাপ্ত পরিদর্শকের কারণে প্রতিষ্ঠানটি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে না। বর্তমানে মঞ্জুরিকৃত ১০৩ জন পরিদর্শকের মধ্যে ৫৬ জন কর্মরত রয়েছেন।
- তৈরি পোশাক কারখানা পরিদর্শনের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও কার্যকর জবাবদিহিতা ব্যবস্থা না থাকায় অনিয়ম ও দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হয়। এছাড়া নিজস্ব প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ও তথ্য ব্যবস্থাপনার অনুপস্থিতির কারণে কারখানার সংখ্যা, ধরন, অবস্থান ইত্যাদি সংক্রান্ত কোনো তথ্য প্রতিষ্ঠানটিতে সংরক্ষিত নেই।
- কারখানা নিবন্ধন, নবায়ন ও ফ্লোর সেটআপ ছাড়পত্র প্রদানে অতিরিক্ত টাকা গ্রহণ এবং পরিদর্শক কর্তৃক কারখানা পরিদর্শন না করে অফিসে বসেই নিবন্ধন ও নবায়ন সনদ প্রদান করার অভিযোগ রয়েছে।
- শ্রমিকের মজুরি, ছুটি, কর্ম-ঘণ্টা ও কর্ম-পরিবেশ ইত্যাদি বিষয় পরিদর্শক কর্তৃক নিয়ম-মাফিক পরিদর্শন করা হয় না এবং কারখানা পরিদর্শনকালে অর্থের বিনিময়ে কারখানার বিভিন্ন রেজিস্টার খাতা (১২টি) নিরীক্ষা করা হয় না।

- মালিকের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নেটওয়ার্কের প্রভাবে অনেক ক্ষেত্রে পরিদপ্তর কর্তৃক মালিকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। দাখিলকৃত মামলায় অভিযোগ প্রমাণে যুক্তি-তর্ক উপস্থাপনে পরি-দপ্তরের ব্যর্থতা ও অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়।

৩.৪ রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)

রাজউকভুক্ত ভূমি ব্যবহার অনুমোদন; কারখানা নির্মাণ, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের নকশা অনুমোদন ও নির্মাণ মান নিশ্চিত করার মাধ্যমে তৈরি পোশাক খাতে রাজউক ভূমিকা পালন করে। এতে বিদ্যমান নিম্ন লিখিত সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি তৈরি পোশাক খাতের সাথে সম্পর্কিত।

- রাজউক কর্তৃক ভূমি ব্যবহার অনুমোদন প্রক্রিয়া জটিল, দীর্ঘমেয়াদি ও ঝামেলাপূর্ণ হওয়ার ফলে দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে তৈরি পোশাক খাতের উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্যাকেজে কাজ সম্পন্ন করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ২০-৩০ হাজার টাকা প্যাকেজে রাজউক সংক্রান্ত কাজ সম্পন্ন করা যায় বলে তথ্য পাওয়া যায়।
- কারখানার নির্মাণ নকশা অনুমোদনে বিভিন্ন পর্যায়ে ঘুষ ও তদবিরের প্রয়োজন হয়। একটি নকশা অনুমোদনে আটটি পর্যায়ে গড়ে সর্বনিম্ন ১ লাখ ২৪ হাজার হতে ৩ লাখ ৫৪ হাজার টাকা পর্যন্ত নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ আদায়ের তথ্য পাওয়া যায়।
- অনেক ক্ষেত্রে নির্মাণস্থল পরিদর্শন না করে অবৈধ অর্থের বিনিময়ে তদারকি কার্য সম্পন্ন করা হয়।
- শিল্প ও বাণিজ্যিক ভবনের জন্য 'বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্প ছাড়পত্র' এবং 'ব্যবহার সনদ' প্রদানে গাফিলতি, বিভিন্ন সেবা প্রদানে হয়রানি, সময়ক্ষেপণ, ইচ্ছাকৃতভাবে ফাইলপত্র লুকিয়ে ফেলা, ফাইলের ওপর আপত্তি জারি ইত্যাদি অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া যায়।

৩.৫ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান

তৈরি পোশাক খাতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা হচ্ছে ট্রেড লাইসেন্স প্রদান; ভূমি ব্যবহার অনুমোদন; কারখানা নির্মাণ, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের নকশা অনুমোদন ও নির্মাণ মান নিশ্চিত করা। এ খাতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন নিম্নরুপ:

- নির্মাণ নকশা অনুমোদনে রাজউক ও রাজউকভুক্ত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। পৌরসভা আইনে ভবন নির্মাণের অনুমোদনের ক্ষমতা পৌরসভাকে প্রদান করা হলেও কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন জনবলে ঘাটতি রয়েছে। অন্যদিকে ইউনিয়ন পর্যায়ে ভবন নির্মাণের অনুমতি প্রদানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তার (প্রকৌশলী) পদায়ন না থাকলেও ভবন নির্মাণের অনুমোদন ইউনিয়ন পরিষদ থেকে দেওয়া হয়েছে বলে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, তাজরিন ফ্যাশন ইয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদ থেকে অনুমতি নিয়ে তৈরি।
- কারখানা নির্মাণ ছাড়পত্র প্রদানে চেয়ারম্যান/ মেয়র/ ওয়ার্ড কমিশনারদের রাজনৈতিক, গোষ্ঠী ও ব্যক্তিস্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যায়। ছাড়পত্র প্রদানে গড়ে প্রায় ২ থেকে ৩ লাখ টাকা দিতে হয়। এছাড়া তদারকি ব্যবস্থাপনার অনুপস্থিতি এবং মালিক পক্ষের প্রভাবে অনেক বিষয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ শৈথিল্য প্রদর্শন করে।

৩.৬ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স তৈরি পোশাক খাতে অগ্নি নিরাপত্তা সনদ প্রদান, কারখানায় অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত ও তদারকি করা, এবং প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করার সাথে সম্পৃক্ত। এ প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি নিম্নরুপ:

- ফায়ার ব্রিগেড ও সিভিল ডিফেন্স-এর পর্যাপ্ত জনবল (ঢাকা বিভাগে ১৫ জন পরিদর্শক) ও আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব রয়েছে।
- ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ও অগ্নি নির্বাপণ আইনে 'উঁচু ভবন'-এর সংজ্ঞায় পার্থক্যের কারণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে উঁচু ভবন নির্মাণে ফায়ার ব্রিগেড ও সিভিল ডিফেন্স হতে সনদ গ্রহণ করা হয় না এবং এ ক্ষেত্রে ভবনগুলো ঝুঁকিপূর্ণ হয়।
- ত্রুটিপূর্ণ ভবনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থের বিনিময়ে অগ্নি নিরাপত্তা সনদ প্রদান করা হয় বলে তথ্য পাওয়া যায়। ফায়ার ব্রিগেড ও সিভিল ডিফেন্স পরিচালিত এক গবেষণা অনুযায়ী ২৩.২৮% পোশাক কারখানায় অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা খুবই নাজুক। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফায়ার ব্রিগেড কর্মকর্তাদের পছন্দনীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হতে অগ্নি নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি ক্রয়ে বাধ্য করা হয় এবং এ ক্ষেত্রে পরিদর্শনে শৈথিল্য প্রদর্শন করা হয়। এছাড়া অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র বা জলাধার না থাকা, টিনের ছাদ, বিকল্প সিঁড়ির অনুপস্থিতি, শ্রমিক অনুপাতে নির্গমন দরজা না থাকা, নির্গমন দরজা সঠিক স্থানে না থাকা ইত্যাদি অনিয়মের ক্ষেত্রে অর্থের বিনিময়ে ছাড় দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

৩.৭ শ্রমিক সংগঠন (ট্রেড ইউনিয়ন) ও শ্রম পরিদপ্তর

তৈরি পোশাক খাতে শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা; অধিকার বিষয়ে সচেতন করা; যৌথ দর-কষাকষি ও শ্রমিক কল্যাণ নিশ্চিত করা; এবং এ খাতের উন্নয়নে মালিক-শ্রমিক সুসম্পর্ক উৎসাহিত করা শ্রমিক সংগঠনের দায়িত্ব। অন্যদিকে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের দায়িত্ব শ্রম পরিদপ্তরের। তৈরি পোশাক খাতে শ্রমিক সংগঠন সংক্রান্ত সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন নিম্নরুপ-

- তৈরি পোশাক খাতে বর্তমানে ১৫৭টি ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে ৪০-৫০টি সক্রিয় রয়েছে।
- ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধনে প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রতা ও আইনি জটিলতা বিদ্যমান এবং রাজনৈতিক বিবেচনায় ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও নিবন্ধন করা হয়।
- শ্রমিক অধিকার সম্পর্কিত সচেতনতামূলক ও ধারাবাহিক কার্যক্রমের ঘাটতি রয়েছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কারখানা পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ন নেতা অর্থের বিনিময়ে মালিকের স্বার্থে কাজ করে।
- ট্রেড ইউনিয়নে জাতীয় দলীয় রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ততা রয়েছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অনিবন্ধিত ফেডারেশনের কার্যক্রমের অভিযোগ পাওয়া যায়। ফেডারেশনের কার্যাবলী সম্পর্কে কোনো আইনগত দিক-নির্দেশনা/ বিধিমালা নেই এবং নিবন্ধনবিহীন ফেডারেশনের নেতৃত্বে ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক স্বার্থে কার্যক্রম প্রাধান্য পায়। অপরদিকে রাজনৈতিক দল ও ফেডারেশনভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন গ্রুপগুলোর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব রয়েছে।
- ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনের নেতৃত্ব গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত হয় না। কারখানা পর্যায়ে নেতৃত্ব সৃষ্টিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়। উল্লেখ্য, তথ্যদাতাদের মতে ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্ব নির্দিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তির নিকট (৪০-৫০ জন) কুক্ষিগত।
- তৈরি পোশাক খাতে অধিকাংশ শ্রমিক নারী হওয়া সত্ত্বেও ট্রেড ইউনিয়নে তাদের অংশগ্রহণ কম।
- ট্রেড ইউনিয়নের সাথে জড়িত কর্মীদের যৌথ দর-কষাকষির দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে।
- ফেডারেশন কর্তৃক প্রশিক্ষণ, সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বাবদ আইএনজিও হতে প্রাপ্ত অনুদান অনেক ক্ষেত্রে ফেডারেশন নেতৃত্বে আয়ের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৩.৮ বায়ার

তৈরি পোশাক শিল্পে বায়ার বলতে সকল বিদেশি ক্রেতা প্রতিষ্ঠানকে বোঝানো হয়, চূড়ান্ত ভোক্তাকে বোঝানো হয় না। সাধারণত বায়ারদের এ বাণিজ্যে সর্বেসর্বা বলা হয়। পণ্যের গুণগত মান, কারখানার সঠিক কর্ম-পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং শ্রম অধিকার নিশ্চিত করে কারখানায় উৎপাদন আদেশ প্রদানে বায়ারদের আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা আছে। এক্ষেত্রে বায়ারদের সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি নিম্নরুপ।

- শ্রম অধিকার ও কর্ম পরিবেশের মানের চেয়ে অনেক ক্ষেত্রে কম মূল্যে ভাল পণ্যের ওপর বায়ারের আগ্রহ বেশি থাকে। এ কারণে মালিক 'কমপ্লায়েন্ট কারখানা' দেখিয়ে রপ্তানির চাহিদাপত্র সংগ্রহ করে। এক্ষেত্রে যেসব পন্থা অবলম্বন করা হয় সেগুলো হচ্ছে:
- উৎপাদন চাহিদা মেটানোর জন্য নন-কমপ্লায়েন্ট কারখানায় পণ্য উৎপাদন করলেও অনেক বায়ার আপত্তি তোলে না বা এড়িয়ে যায়।
- অনেক ক্ষেত্রে আমদানিকারক দেশের শর্তাবলি পূরণের নিমিত্তে বায়ার প্রতিনিধি, কমপ্লায়েন্স অডিটর ও মালিকদের যোগসাজশে নিরীক্ষা প্রতিবেদনে কারখানার প্রকৃত চিত্র গোপন করা হয়।
- অনেক ক্ষেত্রে কমপ্লায়েন্স অডিটরদের সন্তুষ্টির জন্য বায়ার প্রতিনিধির জ্ঞাতসারে মালিক কর্তৃক কৃত্রিম কমপ্লায়েন্ট পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়।
- বায়ার কর্তৃক নির্দিষ্ট মূল্যে প্রতিশ্রুত কারখানায় অর্ডার না দিয়ে কমিশন বা অবৈধ অর্থের বিনিময়ে কম মূল্যে নন-কমপ্লায়েন্ট কারখানায় অর্ডার দেওয়া হয়।
- একই কারখানায় বিভিন্ন বায়ার কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন কোড অব কন্ডাক্ট প্রয়োগ করা হয় যা কমপ্লায়েন্স এর ক্ষেত্রে এক ধরনের বিশৃঙ্খলার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়।
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে বায়ার বা বায়ার প্রতিনিধি পণ্যের আদেশ প্রদানের সময় পণ্য-মূল্যের সাথে অবৈধভাবে অতিরিক্ত মূল্য ধার্য করে এবং তা নগদে মালিকপক্ষের কাছ থেকে সংগ্রহ করে। অপরদিকে উৎপাদন কালীন সময়ে বায়ার প্রতিনিধি (কমপ্লায়েন্স ও মান নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা) মালিক পক্ষের নিকট হতে আদেশ বাতিলের ভীতি প্রদর্শন করে আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করে।
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে বায়ার বিভিন্ন অজুহাতে অর্থ পরিশোধে গড়িমসি করে অথবা ঠিকমতো পরিশোধ করে না।

৪. তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন ঘাটতির কারণ, ফলাফল ও প্রভাব বিশ্লেষণ

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের ঘাটতি কারণ হচ্ছে - এ খাতের জন্য লীড মিনিস্ট্রির অনুপস্থিতি, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয়হীনতা, শ্রম আইনের সীমাবদ্ধতা, পর্যাপ্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার অনুপস্থিতি, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তৈরি পোশাক খাতে বিদ্যমান আইন ও বিধিমালার যথাযথ প্রয়োগ ও তদারকির সক্ষমতা ঘাটতি, বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা, মালিক ও বায়ারদের অতিরিক্ত ও দ্রুত মুনাফার প্রবণতা, কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়নে মালিকদের অবহেলা ও প্রায়োগিক দুর্বলতা, অপর্যাপ্ত মজুরি কাঠামো ও অন্যান্য আইনানুগ আর্থিক সুবিধা না দেওয়া, ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে মালিকদের নেতিবাচক মনোভাব, বিজিএমই এর কার্যকর ভূমিকা ও জবাবদিহিতার অভাব, এবং সর্বোপরি নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগে ব্যবসা ও রাজনীতির প্রভাব এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব। এসব কারণের ফলে তৈরি পোশাক কারখানায় কমপ্লায়েন্স ঘাটতি, অগ্নি দুর্ঘটনা, ভবন ধস, আইন ও মানবাধিকার লঙ্ঘন, মালিক-শ্রমিক আস্থার সংকট, আঁতাতের মাধ্যমে ক্ষমতার অপব্যবহার ও অনিয়ম-দুর্নীতির সংমিশ্রণ এবং কার্যকর শ্রমিক সংগঠনের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এর প্রভাবে এ খাতে শ্রমিকের মৃত্যু ও পঙ্গুত্ব বরণ এবং জীবনযাত্রার মানে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, তৈরি পোশাক খাতে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়, অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়, ব্র্যান্ড সুনাম ক্ষুণ্ন ও রপ্তানি হ্রাস এবং জিএসপি সুবিধা বাতিল ও বাতিলের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়, অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি এবং সংশ্লিষ্ট সম্পূরক শিল্পে গতিশীলতা হ্রাস পায়, এবং সর্বোপরি উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

চিত্র ১: তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের ঘাটতির কারণ, ফলাফল ও প্রভাব বিশ্লেষণ

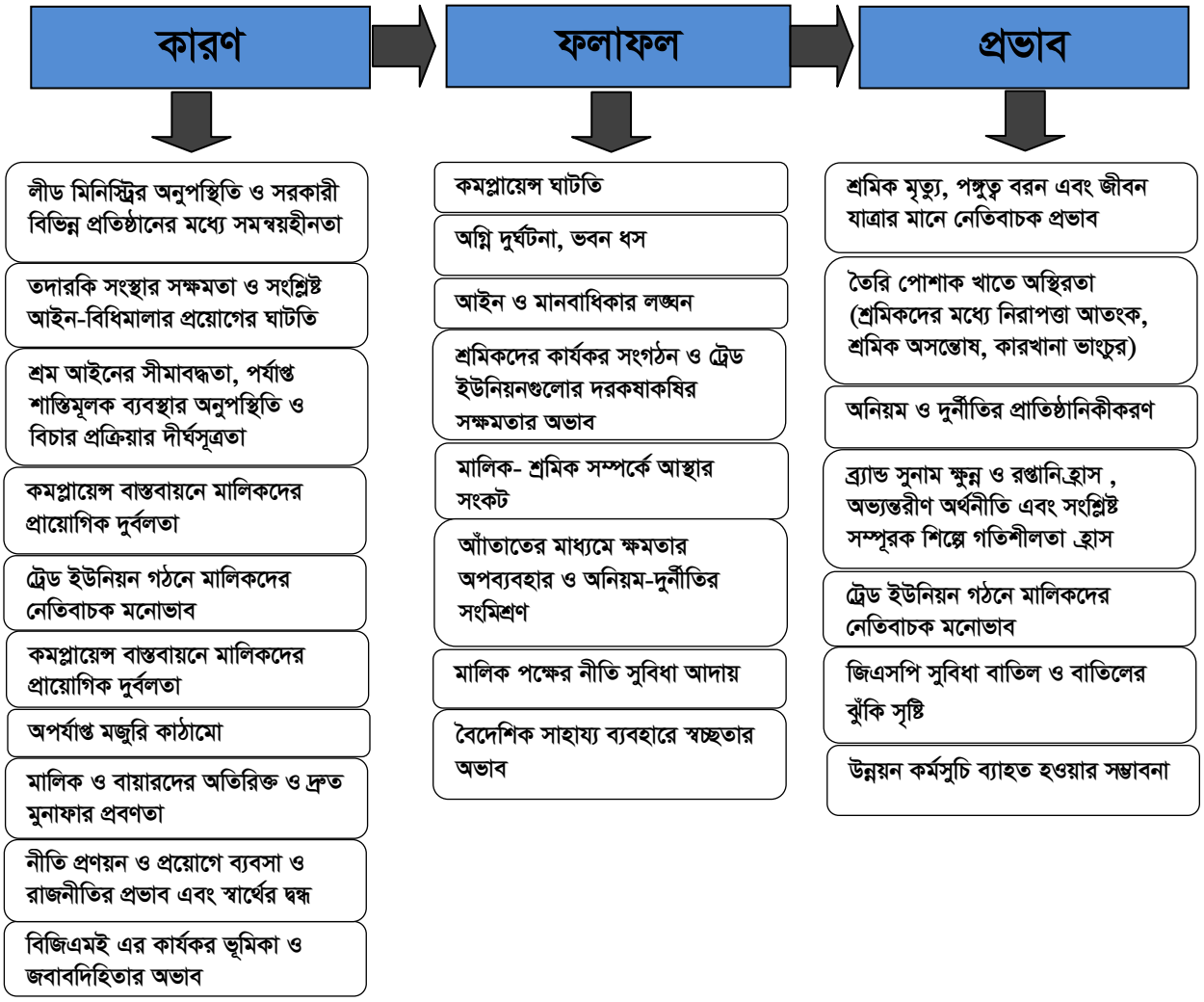

৫. উপসংহার ও সুপারিশ

বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নে তৈরি পোশাক খাতের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মূলত তৈরি পোশাক খাতে ব্যবসা সম্প্রসারণ ও পরিচালনায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার ব্যবহার, সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতির মিথস্ক্রিয়া সৃষ্টি হয় যা অধিক মুনাফা অর্জনের প্রবণতা তৈরি করে এবং শ্রমিক অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে, সর্বোপরি যা বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটানোর দীর্ঘমেয়াদি ফাঁদ তৈরি করতে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। ফলে, এ খাতের অস্থিতিশীলতা নিছক কোনো দুর্ঘটনা নয়, বরং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও অংশীজনের দায়িত্ব পালনে অনিয়ম-দুর্নীতি, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সংবেদনশীলতার ঘাটতি ও সর্বোপরি এ শিল্পের সুশাসনের ব্যর্থতার ফলাফল। এসব অনিয়ম ও সমস্যা হতে উত্তরণে সমন্বিত উদ্যেগের মাধ্যমে এ শিল্পের পরিকল্পিত বিকাশ ও টেকসই উন্নয়নে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ হতে তৈরি পোশাক খাতের সমস্যা থেকে উত্তরণে নিম্নোক্ত সুপারিশ প্রস্তাব করা যাচ্ছে।

৫.১ নীতি-নির্ধারণ সংক্রান্ত

নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ের জন্য সুপারিশ

১. দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, সমন্বয় ও তদারকি তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করতে হবে এবং মন্ত্রণালয়ের অধীনে কারখানা পরিদর্শন ও কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়নের জন্য একটি অধিদপ্তর গঠন করতে হবে।

২. আইএলও কনভেনশনের (২৯, ৮৭, ৯৮, ১০৫) সাথে সামঞ্জস্য রেখে শ্রম আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে এবং 'শ্রম বিধিমালা' প্রণয়নে তৈরি পোশাক খাতের বিষয়গুলো গুরুত্ব দিতে হবে।

৩. কমপ্লায়েন্স ঘাটতির কারণে সংঘটিত দুর্ঘটনার জন্য সংশ্লিষ্ট কারখানা মালিকের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করার জন্য শ্রম আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে।

৪. কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনায় আহত ও নিহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ বৃদ্ধি ও প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

৫. অগ্নি বা ভবন ধ্বস সংক্রান্ত মামলা শ্রম আদালতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দ্রুত সম্পন্ন করার বিধান করতে হবে।

৬. পোশাক কারখানা অধ্যুষিত এলাকায় অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও জনবলসহ অগ্নি নির্বাপক স্টেশন স্থাপন এবং পোশাক খাতের জন্য বিশেষায়িত অগ্নি নিরাপত্তা পরিদর্শক সেল গঠন করতে হবে।

৭. প্রতি কারখানায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনের সুনির্দিষ্ট কার্যাবলীর 'বিধিমালা' প্রণয়ন করতে হবে।

৮. তৈরি পোশাক কারখানার মালিকরা তৈরি পোশাক খাত-সংশ্লিষ্ট সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোতে যেন সদস্য হতে না পারেন তা নিশ্চিত করতে হবে।

৯. শিল্পের পরিকল্পিত বিকাশের জন্য সরকার প্রতিশ্রুত পোশাক শিল্প পল্লীতে কারখানা স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য শক্তিশালী তদারকি কমিটি গঠন করতে হবে এবং একাধিক পোশাক পল্লী স্থাপন করতে হবে।

১০. শ্রম আইনের ২৩২ (৩) ধারা অনুসারে তৈরি পোশাক খাতের জন্য একটি কেন্দ্রীয় শ্রমিক কল্যাণ তহবিল গঠনে প্রতিষ্ঠানের মোট মুনাফার পরিবর্তে রপ্তানিকৃত পোশাকের সংখ্যা প্রতি ১ থেকে ১.৫ সেন্ট কল্যাণ তহবিলে প্রদান করতে হবে; এ ক্ষেত্রে আলোচনা সাপেক্ষে বায়ার-মালিক অনুপাত হতে পারে ৭৫:২৫ এবং তহবিল পরিচালনা বোর্ডে নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

অংশীজন প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত

১১. তদারকি সংস্থাগুলোর দক্ষতা, জনবল, অর্থবল ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

১২. শ্রম পরিদপ্তর এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরের মধ্যে সমন্বয় বাড়াতে হবে।

১৩. রাজউকসহ অন্যান্য নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষাধীন এলাকায় অবস্থিত ইউনিয়ন পরিষদের ভবন নির্মাণ ও নকশা অনুমোদন সংক্রান্ত ক্ষমতা রহিত করতে হবে এবং জেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে জেলা গণপূর্ত বিভাগের মাধ্যমে ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত ছাড়পত্র প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৪. মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় ফায়ার সার্ভিস ও রাজউককে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

১৫. ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। একটি ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের আবেদন প্রক্রিয়ায় কত সময় লেগেছে, নিবন্ধন দেয়া হয়েছে কিনা, না দিলে কেন দেওয়া হলো না তা শ্রম পরিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

১৬. ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনকে রাজনৈতিক দল ও বিজিএমইএ'র সম্পৃক্ততা ত্যাগ করে শ্রমিক স্বার্থে কাজ করতে হবে এবং নেতৃত্ব আইন অনুযায়ী গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত করতে হবে।

১৭. প্রতিটি তৈরি পোশাক কারখানার কমপ্লায়েন্স, অগ্নি ও ভবনের নিরাপত্তা সংক্রান্ত পরিদর্শনের তথ্য নিয়ে একটি প্রকাশ্য তথ্য ভান্ডার গড়ে তুলতে হবে। কারখানাগুলোর যেসব ত্রুটি পাওয়া যাবে এবং এ জন্য যে শাস্তি সুপারিশ করা হয়েছে বা প্রদান করা হয়েছে তা সংশ্লিষ্ট পরিদর্শকের নামসহ তথ্য ভান্ডারে সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৮. পোশাক কারখানার সকল পর্যায়ের শ্রমিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর প্রশিক্ষণে সরকার, বিজিএমইএ এবং বায়ারদের পৃষ্ঠপোষকতায় সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৯. শ্রমিকদের জন্য জরুরি যোগাযোগের ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরসহ অগ্নি-নিরোধক পরিচয়পত্র প্রদান এবং হাজিরা খাতার নিরাপদ সংরক্ষণ করতে হবে।

২০. তৈরি পোশাক কারখানার কর্ম-পরিবেশের জন্য একটি একক আচরণ বিধিমালা (Uniform Code of Conduct) প্রণয়ন করতে হবে।

২১. সকল কারখানায় 'জেন্ডার কোড অব কনডাক্ট' নিশ্চিত করতে হবে।

২২. কারখানার সঠিক কর্ম-পরিবেশ, নিরাপত্তা ও শ্রম অধিকার নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক যে বাধ্যবাধকতার রয়েছে সে অনুসারে বায়ারদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

২৩. তৈরি পোশাক কারখানায় দুর্ঘটনা-পরবর্তী সময়ে সরকারের ত্রাণ তহবিলে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান ও তা ব্যয়ের তথ্য এবং দেশী ও বিদেশী বিভিন্ন পর্যায়ে যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তা জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে।

২৪. রানা প্লাজা পরবর্তী সময়ে তৈরি পোশাক খাতে শ্রমিকদের নিরাপত্তা, কর্ম পরিবেশ ও অধিকার সংক্রান্ত গৃহীত উদ্যোগ ও সহায়তা কর্মসূচি একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনায় নিয়ে আসতে হবে এবং সমন্বয় ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া তদারকির জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।

২৫. তৈরি পোশাক খাতে কর্মপরিবেশ ও শ্রমিক কল্যাণ নিশ্চিত করণে সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ সমূহে নাগরিক সমাজের সংশ্লিষ্টতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।